আজকের কাগজ

তারিখ 01 AUG 1992
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

130

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তান্ডব।। শতাধিক ছাত্র আহত

শিবির কর্মীর কক্ষ থেকে রকেট লাঞ্চারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার

রাজশাহী থেকে গোলাম ফারুক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বহিরাগতসহ সশস্ত্র শিবিরের নারকীয় হামলায় গত বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গত কয়েকদিন পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও ছাত্রশিবিরের হামলায় আতঙ্কগ্রস্ত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী হল ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিবির কর্মীরা শেরেবাংলা হলে অতর্কিতে সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় এবং মারধর করে হল থেকে তাড়িয়ে দেয়। হামলার সময় তারা বৃষ্টির মতো গুলি চালায় এবং বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এই সময় তারা শতাধিক কক্ষ লুটপাট করে। পরে শিবির কর্মীরা আমীর আলী হল ও এস এম হলের ছাত্রদের ওপর চড়াও হয়। শিবির কর্মীরা বেশ কয়েকজন ছাত্রের হাত-পায়ের রগ, কান কেটে দেয়। মাসুদ নামক ১ জন ছাত্রের উরুর মাংস শিবির কর্মীরা কেটে নিয়ে যায়। রাতে একপর্যায়ে বিনোদপুর সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় হলের বাউন্ডারী ওয়ালের বেশকিছু অংশ ভেঙে ফেলে এবং বহিরাগতদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ কমিশনারের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের পর এই হামলার ফলে ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রাতেই হল ত্যাগ করতে শুরু করে। গতকাল সকালে শিবির কর্মীরা হলে হলে ব্যাপক সন্ত্রাস করে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। সাধারণ মানুষও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কাজলা এলাকায় শিবিরের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার ফলে কাজলাবাসীদের ওপরও শিবির কর্মীরা হামলা চালায় বলে জানা গেছে। সশস্ত্র শিবির কর্মীরা গত কয়েকদিন যাবত বিশ্ববিদ্যালয় উস্কানিমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে শিবিরপন্থী নতুন উপাচার্য ও নতুন উপ-উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে শিবির কর্মীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সশস্ত্র শিবির কর্মীদের এনে হলগুলোতে সমবেত করে। বর্তমানে জোহা হল, আমীর আলী হল ও এস এম হলে তারা অবস্থান নিয়ে আছে। গতকাল রাতে শিবির কর্মীরা হামলা করতে পারে বলে জানা গেছে। শেরেবাংলা হল বর্তমানে ছাত্রশূন্য। বৃহস্পতিবার রাতে সার্কিট হাউজে জামাত ও ছাত্রশিবির ছাড়া বিএনপি ও ছাত্রদলসহ সকল রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের এক সভা সার্কিট হাউজে মেয়র মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রশিবির নারকীয় হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার রাতে হলগুলোতে শিবিরের তান্ডবলীলা চলছিলো সে সময় শিবিরপন্থী শিক্ষকরা উপাচার্যের বাসভবনে বসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। যাতে কোনো শিবির কর্মী গ্রেফতার না হয়। বিষয়টি সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনার তদন্তের জন্যে গতকাল এক সিন্ডিকেট সভায় ডঃ কায়ছার রহমান চৌঃ-কে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে আজ ১ আগস্ট ক্লাস বন্ধ থাকবে এবং আজ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আবাসিক হলগুলোতে সকল প্রকার মাইকিং, মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিন্ডিকেট সভায় ভিসি প্রফেসর এম আনিসুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। পুলিশ শুক্রবার ভোররাত থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ৪টা হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ১৪ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার এবং পাইপগান ৫টি, চাইনিজ কুড়াল ১৭টি, রকেট লাঞ্চার ১টি, বন্দুকের গুলি ৯টি, এসএলআর-এর গুলি ১৫টি, চাইনীজ রাইফেল ১টি, ৩০৩ গুলি ১০টি, এসএমজি গুলি ৮টি, হাতবোমা ১৫টি, তীর ৩৫টি, ত্রিশূল ৫টি, ভোজালী ১টি, রামদা ১টি, ফালা ১টি, ছোড়া ১৪ ইঞ্চি ১টি, লোহার পাইপ ৭টি, করাত ১টি, হকিস্টিক ১০টি, হাতুরা ৪টি উদ্ধার করা হয়। শিবির কর্মীরা রকেট লাঞ্চার ব্যবহার করে এবং বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী জেলা ও মহানগর শাখা এর প্রতিবাদে সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

সাহেববাজার বড় রাস্তায় বক্তারা জামাত-শিবিরের এই ঘৃণ্য কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অবিলম্বে জামাত-শিবিরের রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার দাবি জানান।